

মানবতার শত্রু মিত্র

শাহাদাত হোসেন

ইমেইল: shahadat111@yahoo.com

Web : <http://www.mukto-mona.com/Articles/shahadat/>

মানবতার প্রকৃত শত্রু কে? এ-প্রশ্নটির উত্তর কঠিন নয় বরং বেশ সহজ। ব্যক্তিসত্তার স্বাধীনতা পূর্ণ অধিকার ভোগ স্বাচ্ছন্দ আর বিকাশের বা প্রগতির বিরোধী সব অপশক্তিই মানবতার শত্রু। যুগে যুগে এই অপশক্তির রূপ ও ভূমিকাগত তীব্রতা হয়তো পরিবর্তিত হয়। কিন্তু এদের চিহ্নিত করার মাপকাঠিটি কিন্তু ধ্রুব। তাই যে -সব প্রতিভা মানবমুক্তির মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে এসব অপশক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মাঠে নামে তারা তাদের প্রতিপক্ষ চিহ্নিত করতে ভুল করেন না, ভুল করলে তাদের চলে না।

বেশ সুখকর সংবাদ হচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে এ-লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে অনেক প্রতিভা। তাদের উদ্দেশ্য একটিই- প্রতিক্রিয়াশীল সব অপশক্তির বিপক্ষে লড়াই করে মুক্ত করা বিশ্ব মানবতাকে। এমন সব লড়াকু সৈনিকদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মুক্তমনা নামক ওয়েব সাইটটি। মুক্তমনার একজন সাধারণ নিয়মিত পাঠক হিসেবে এর সম্পর্কে আমার এই ধারণা হয়েছে যে : ‘আমরা মানবতার কল্যাণ আর বিকাশের পরিপন্থী সকল প্রতিক্রিয়াশীল অপশক্তির শক্তিশালী প্রতিপক্ষ’- এটাই হচ্ছে মুক্তমনার একমাত্র স্লোগান। আর এর কার্যক্রমও এগুচ্ছে এ-লক্ষ্যকে সামনে রেখেই। অদ্যাবধি মুক্তনাকে এর লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হতে দেখি নি। যেদিন দেখবো সেদিন অবশ্যই আমি এর বিরুদ্ধে লিখবো।

ইদানিং কুদ্দুস সাহেব অভিজ্ঞ রায়ের ‘অলস দিনের ভাবনা’ নামের প্রবন্ধটির খন্ডাংশের রেফারেন্স দিয়ে সমালোচনার নামে অভিজিৎকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন- যার একটি সুস্থ সমালোচনামূলক জবাব দিয়েছেন জনাব অনন্ত। অনন্তের রচনাটি পাঠ করে সচেতন পাঠক মাত্রই স্বীকার করবেন যে মানবতার শত্রু নির্ণয়ে তিনি গভীর ও ব্যাপক অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। তার এ-গুরুত্বপূর্ণ রচনাটির পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন দেশে নানা সময়ে অপকর্মের ভয়াভহ তথ্য। কিন্তু সেই সাথে ইসলামিক ফানডামেন্টালিসমের বিরুদ্ধে কথা বলতেও ভোলেন নি তিনি। অনন্তকে অকণ্ঠভাবে সত্য বিবৃত করে এ-গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধটি লেখার জন্যে ধন্যবাদ!

প্রিয় পাঠক, অভিজ্ঞ রায়ের ‘অলস দিনের ভাবনা’ প্রবন্ধটি পাঠ করলে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে লেখক প্রসংগক্রমে সমালোচনা করেছেন অপকর্মকারী সাম্রাজ্যবাদী অপশক্তির। এ-কাজ করতে গিয়ে তিনি যুগপৎভাবে আমেরিকা ও রাশিয়া উভয় রাষ্ট্র কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত নানা দুষ্টি কর্মের তথ্য উপস্থানপন করেছেন। এতে স্পষ্ট হয়েছে অপশক্তির বিপক্ষে শক্তিশালী অবস্থান নেওয়ার মতো লেখকের প্রশংসনীয় সাহসের আর মানবতার শত্রু চিহ্নিতকরণে তার গভীর ও ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গির। এ-লেখার জন্যে যেখানে তার পাওয়ার কথা প্রশংসা, সেখানে তিনি হয়েছেন আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু। এ-আক্রমণের উৎস যদি হতো কোনো প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠি, তাহলে দুঃখ থাকতো না, কিন্তু নিজেই প্রগতিশীল দাবী করে কুদ্দুস সাহেবের এহেন প্রতিক্রিয়াশীলমূলক সমালোচনা আমার কাছে একই সাথে দুঃখজনক ও হাস্যকর মনে হয়েছে! তিনি যদি ‘অলস দিনের ভাবনা’-য় উল্লেখিত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী তথ্যগুলোকে এর বিপরীত তথ্য দিয়ে খন্ডন করতে পারতেন তাহলে তার সমালোচনাটা হতো সুস্থ আর আমরাও পরস্পর প্রতিযোগী তথ্য পাঠে বুঝতে সক্ষম হতাম আমেরিকার

প্রকৃত ভূমিকা কি। যেহেতু অভিজিৎ যে তথ্য ও যুক্তি উপস্থাপন করেছেন তা সত্য ও অকাট্য, তাই তিনি এর তথ্য বাতিল ও যুক্তি খন্ডনে চেষ্টা না করে অশ্লীল ভাষায় অভিজিৎকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করেছেন (সুডো কমিউনিস্ট, আধা কমিউনিস্ট, ভং-ধরা মানবাতবাদী ইত্যাদি বলে)। এটা সত্যিই দুঃখজনক! এতে স্পষ্ট হয়েছে মুক্তমনার ব্যাপক সাফল্য কুদ্দুস সাহেবের ঈর্ষার ব্যাপারটি।

‘মুক্তমনা’ আর ‘ভিন্নমতের’ তুলনামূলক মান নিয়ে কথা উঠেছে। সচেতন পাঠকের উপরেই এর বিচারের ভার রইলো। আমি শুধু আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার নিরিখে বলতে চাইঃ ভিন্নমতে আজ পর্যন্ত আমি কোনো মননশীল লেখা পাইনি-যে কতিপয় ভালো মানের লেখা ওখানে দেখেছি তার অধিকাংশ লেখকই মুক্তমনার নিয়মিত লেখক। মুক্তমনার পাশে কুদ্দুস সাহেবের ভিন্নমতকে আমার কাছে মাঝারি মানের বলে মনে হয়েছে, যদিও কুদ্দুস খান মনে করেন সবাই নাকি মুক্তমনা ছেড়ে দিয়ে ভিন্নমতের নৌকায় গিয়ে উঠেছে। আর এটাই নাকি অভিজিৎের মনোকষ্টের কারণ। ব্যাপারটা হাস্যকরই বটে।

আসলে কেউ যখন কোন গভীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ না হয়ে নির্দিষ্ট কোন মত বা পথকে পছন্দ করে তখন আবেগ বা স্বার্থ কেটে যাওয়ার পর সে আর সে- আদর্শে অটুট থাকে না। বাংলাদেশে এককালীন অনেক সমাজতন্ত্রী ই তো এখন ইসলামতন্ত্রী। এটা হয়েছে এজন্যে যে তখন তারা সমাজতন্ত্র করতো অনেকটা রাশিয়া বা চীনের অনুগ্রহ লাভের প্রত্যাশায় আর অনেকটা রাজনীতিক ফ্যাশনে উন্মাদ হয়ে। সমাজতন্ত্র যে মানুষের কল্যাণ এনে দেবে আর এদের ব্রতও যে মানুষের কল্যাণ করা - এমন বোধ তাদের ছিলো না। আসলে এরা হচ্ছে স্বার্থতন্ত্রী। শক্তি ও ক্ষমতার দাস। এদের আরাধ্য দেবতার নাম শক্তি ও ক্ষমতা। আর এই দেবতার আরাধনা করে এরা পেতে চায় এদের অনুগ্রহ কিংবা নিজেকে বাচিয়ে রাখতে চায় এদের রোযানল থেকে।

কুদ্দুস সাহেবের মার্কিনপ্রীতিকে শক্তিমানদের পূজা ছাড়া আর কী বলা যায়। উনি নাস্তিক তো হয়ে গেছেন যেহেতু ,চতুর লোক, বুঝে গেছেন যে পরলোকে মহাশক্তিধর বলে কেউ নেই, তাই এর কাছে চাওয়া পাওয়ারও কিছু নেই। কিন্তু ইহজগতে রয়েছে প্রচন্ডশক্তিশালী প্রভু, যে-প্রভুর মহারাজ্যধীনে তিনি একজন সক্রিয় দাস; আর সে-প্রভুর নাম সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা। এর কাছে রয়েছে পাওয়ার অনেক কিছু- প্রত্যক্ষ অনুগ্রহ না পেলেও অন্তত এর রোযানলে পড়া যাবে না- এই হচ্ছে কুদ্দুস সাহেবের মনোভাব।

যারা সত্যিকারার্থে মানবকল্যাণের ব্রত নিয়ে মাঠে নামে তাদের থাকতে হয় শক্ত মেরুদন্ড। নাস্তিক হওয়ার চেয়ে শক্ত মেরুদন্ডধারী মানবতাবাদী হওয়া অনেক কঠিন। শক্ত মেরুদন্ডধারী হতে গেলে দরকার শক্তিমানদের অনুগ্রহকে উপেক্ষা করা আর নিজের ক্ষতি স্বীকার করে নেওয়ার ক্ষমতা- যেমন বাংলাদেশে ছিলেন ডঃ আহমদে শরিফ আর ডঃ হুমায়ুন আজাদ। অন্যান্য অনেক বুদ্ধিজীবীরা যেখানে বাংলাদেশে ক্ষমতাবানদের পাচ টাকা দামের প্রমোদ বালকে পরিনত হয়েছিলো, সেখানে এ-প্রতিভাধর আমরণ উদ্ধত রেখেছিলেন নিজেদের আদর্শ, কোনো শক্তির পদলেহন না করে সারা জীবন কাজ করে গেছেন মানব মুক্তির লক্ষ্যে।

পরিশেষে অভিজিৎকে বলবো, ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে যারাই যেখানে যুগে যুগে অপকর্মকারীদের বিরুদ্ধে সত্য কথা বলেছেন, তারাই বিভিন্নভাবে আক্রান্ত হয়েছেন। কিন্তু এতে নির্ভিক সত্যবাদীদের কঠ থামিয়ে দেওয়া যায়নি। সত্য সব সময়েই মিথ্যাকে পরাজিত করে, হয়তো তা সময়-সাপেক্ষ। আপনার ভাবনার কিছু নেই। মুক্ত মনা পাঠক সহজে বিভ্রান্ত হওয়ার মতো নয়। তারা ঠিকই বুঝতে পারে কে সঠিক পথে

আর কে বিদ্রান্তির দিকে ধাবিত; কে সত্যিকারার্থে মানবতাবাদী আর কে শক্তিমানদের পুজারী ভণ্ড
প্রগতিশীল; কে মানবতার শত্রু আর কে মিত্র!